**রাষ্ট্রসংঘের ৬৮ তম সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে জি ৪ দেশসমূহের(ব্রাজিল,জার্মানি,ভারত এবং জাপান) মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের যৌথ সংবাদ বিবৃতি**

রাষ্ট্রসংঘের ৬৮ তম সাধারণ অধিবেশনের উদ্বোধনী সম্মেলনের ফাঁকে ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী,জার্মানির বিদেশমন্ত্রকের যুকতরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী,ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীএবং জাপানের বিদেশমন্ত্রকের মন্ত্রী ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ নিউইয়র্কে মিলিত হয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার নিয়ে মত বিনিময় করেন।

২. রাষ্ট্রসংঘের গোড়াপত্তনের প্রায় ৭০ বছর পরে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের সময় যে অতিকারান্ত তার উপর চার মন্ত্রী বিশেষ গুরূত্ব আরোপ করেন।বর্তমান সময়ের সমস্যা সহ আর্ন্তজাতিক চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে তাঁরা সহমত পোষণ করেন।এর ফলে একবিংশ শতাব্দীর ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলনের জন্য রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার আরো বেশি জরূরী হয়ে পড়েছে বলে তাঁরা আলোকপাত করেন.। সংস্কার হলেই নিরাপত্তা পরিষদ আরো বেশি উপযুকত ভাবে রূপায়ণে সফল হতে পারে। এই মন্ত্রীরা স্মরণ করেন,দশ বছর আগে ২০০৫ বিস্ব শিখর সম্মেলনের নিঃসৃত দলিলে আর্ন্তজাতিক নেতারা নিজেরাই প্রতিস্রূতিবদ্ধ হন যে,নিরাপত্তা পরিষদের দ্রূত সংস্কার প্রয়োজন।

৩. পূর্বে গৃহীত জি-৪ যৌথ বিবৃতিগুলিকে স্মরণ করে মন্ত্রীরা নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের বিষয়ে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি করেন.। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আর্ন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় এবং সংগঠনের অন্যান্য লক্ষ্য পূরণের সংগে উভয় স্তরে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্বর বিষয়ে গুরূত্ব আরোপ করা হয়েছে। যাতে বর্তমান সময়ের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন হয়।রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নতুন স্থায়ী সদস্য হওয়ার আকাঙ্খা এবং একে অপরের প্রার্থীপদ সমর্থন করার বিষয়ে জি -৪ দেশগুলি তাদের প্রতিবদ্ধতার কথা পুনরূকতি করেন। তারা পুনরায় দৃঢ়ভাবে পুনুরূচ্চারণ করেন সম্প্রসারিত পরিষদে উন্নয়নশীল দেশগুলি,বিশেষ করে আফ্রিকা, স্থায়ী এবং অস্থায়ী স্তরের সদস্য হিসাবে প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত।এই প্রেক্ষাপটে মন্ত্রীরা নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের বিষয়ে আফ্রিকার দেশগুলির কাছে পৌঁছে বার্তালাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে গুরূত্ব আরোপ করেন এবং জুন মাসে

নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের বিষয়ে জাপান-আফ্রিকা শিখর সম্মেলন আহ্বান জানানোয় জাপানের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'সিএআরআইসিওএম' দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানদের এবং সরকারের সম্মেলনে নিরাপত্তা পরিষদের চিরস্থায়ী সংস্কারের আশু প্রয়োজনের আহ্বান জানানো এবং ঐ দেশগুলির আর্ন্তসরকার পর্যায়ে শলা-পরামর্শর পরকিয়াকে পুনরুজ্জীবিত করাকে মন্ত্রীরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লিপিবদ্ধ করেন।

৪.মন্ত্রীরা নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের বিষয়ে নাগরিক সমাজ,সংবাদ মাধ্যম এবং শিক্ষাবিদদের আরো বেশি করে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করানো উচিত এবং এই প্রেক্ষাপটে ব্রাজিল সরকার এপ্রিলে একটি আলোচনা চকরো আয়োজন করেন। তার প্রশংসা করা হয়.।এই আলোচনা চকরের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তা এবং অবশ্যসম্ভাবী পরিণতি বিষয়ে বিতর্ককে আরো সম্প্রসারিত করা ।

৫. মন্ত্রীরা নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের বিষয়ে নবম রাউন্ড আর্ন্তসরকারি শলা-পরামর্শর নির্যাস নিয়ে আলোচনা করেন।আর্ন্তসরকার শলা-পরামর্শের চেয়ারম্যান সম্মানীয় রাষ্ট্রদূত জাহির তানিনেরগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিফলিত হয়েছে ২৫ জুলাই ২০১২. তারিখে সাধারণ অধিবেশনের প্রেসিডেন্টকে লেখা চিঠিতে। মন্ত্রীরা এই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাতে যে নতুন সুপারিশ করা হয়,তাকে স্বাগত জানান। এই প্রেক্ষাপটে মন্ত্রীরা পুনরুকতি করেন যে,রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী এবং অস্থায়ী সদস্যপদের বিস্তারের বিষয়ে সদস্য দেশগুলির ব্যাপক সমর্থনের কারণে সদস্যদেশগুলির মধ্যে শলা-পরামর্শের বিষয়ে এক মুখ্য নিকতি থাকা উচিত।তাঁরা চেয়ারম্যানের সুপারিশের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের শলা-পরামর্শের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত কার্যকরী খসড়া তৈরির আহ্বান জানান।

৬. রাষ্ট্রসংঘের ৬৮ তম পূর্ণাঙ্গ ঘরোয়া অধিবেশনের সময় আর্ন্তসরকার শলা-পরামর্শর অগ্রগতি ঘটানোর বিষয়ে সাধারণ অধিবেশন যে সিদ্ধান্ত নেয়,তাকে স্বাগত জানান মন্ত্রীরা। ইতিমধ্যেই যে অগ্রগতি হয়েছে এবং চেয়ারম্যানের সুপারিশের ভিত্তিতেই এই অগ্রগতি গড়ে তোলা উচিত।মন্ত্রীরা পারস্পরিক সবযোগিতার ভিত্তিতে এবং অপেক্ষাকৃত উদার মনোভাব নিয়ে ৬৮ তম অধিবেশনে একটি প্রকৃত বয়ান ভিত্তিক শলা-পরামর্শর সুনির্দ্দিষ্ট অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন।

শলা-পরামর্শের চেয়ারম্যান সম্মানীয় রাষ্ট্রদূত জাহির তানিনের উদ্যোগের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁরা ৬৮ তম সাধারণ অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট সম্মানীয় মিঃজন অ্যাশে  এবং আর্ন্তসরকার শলা-পরামর্শের চেয়ারম্যানের সংগে নিবিড়ভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন,যাতে নিরাপত্তা পরিষদের আশু প্রয়োজনীয় সংস্কার লাগু করা যায়।

**মিঃ লুইজ আলবার্তো ফিগুইয়েরোডো মাছাডো**

**(ব্রাজিলের  আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের মন্ত্রী)**

**মিঃ গুইডার ওয়েস্টারওয়ালে**

**(জার্মানির বিদেশমন্ত্রকের যুকতরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী)**

**মিঃ সলমন খুরশিদ**

**(ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী)**

**মিঃ ফুমিও কিশিদা**

**(জাপানের বিদেশমন্ত্রী)**

**নিউইয়র্ক**

**২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩**